দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

12

প্রাথমিক শিক্ষা ও আমাদের শিশু

৮ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত সারাদেশে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমাদের দেশে ১২ কোটি মানুষের মধ্যে আজও ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৩ হাজার লোকই নিরক্ষরতার অভিশাপে ভুগছে। তাই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিককে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, তিনি তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় অগ্রগতির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক পাড়ায় ও গ্রামে কমপক্ষে ২টি করে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন এবং প্রতিটি শিশুর স্কুলে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হতে হবে। দশম শ্রেণী বা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরন্তু, মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে।

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিশুদের জন্য কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। স্কুলগামী শিশুদের জন্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার বিশেষভাবে প্রয়োজন।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং দেশের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তাদের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। গাছ লাগানো, প্রতিবেশীর খবর নেয়া, টিকা নেয়া এবং দেয়ানো ইত্যাদি সেবামূলক কাজ শেখানোর দিকে দৃষ্টি দিলে ছোটবেলা থেকে দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি তাদের সুন্দর মনোভাব গড়ে উঠবে।

বইয়ের মেলায় এই শিশুগুলি নিজ পছন্দের বই খুঁজছে

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সূচনালগ্নে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, প্রত্যেক শিশুকে স্কুলে পাঠানো, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদান আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এই মহান কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজকর্মীদের সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দেশকে নিরক্ষতার অভিশাপমুক্ত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

আমরা তাঁর এই আহ্বানে দেশের সত্যিকার কল্যাণকামী সকল মানুষকে সাড়া দেয়ার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।